দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

12

ডাকসু নির্বাচনী নীতিমালা লংঘনের অভিযোগ অধিকাংশ হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্যানেল চূড়ান্ত

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অবশেষে ভেঙে যাচ্ছে

॥ আবদুল মান্নান ॥

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিভক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। ৫ দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে আজ-কালের মধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি নতুন স্রোতধারা আত্মপ্রকাশ করবে এবং এই নতুন স্রোতধারা ২/১ দিনের মধ্যে তাদের নির্বাচনী প্যানেল ঘোষণা করবে। অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নিজেদের মধ্যকার কোন রকম বিতর্ক ছাড়াই আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল দেয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়েছে।

ছাত্র লীগ (সু-র) ও ছাত্র লীগ (মু-না)-এর অনমনীয় মনোভাব এ দু'টি সংগঠনের মধ্যে প্রধান প্রধান পদ ভাগাভাগির গোপন ষড়যন্ত্র এবং সংগ্রাম পরিষদের

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ছাত্র সংগ্রাম পারষদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনী নীতিমালা লংঘনের জের হিসেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙ্গে যাচ্ছে বলে সংগ্রাম পরিষদের একটি সূত্র জানিয়েছে। গত ২/৩ দিন যাবত ছাত্র লীগ (সু-র) ছাত্র লীগ (মু-না) ও ছাত্র ইউনিয়ন কয়েকদফা গোপন বৈঠকে পদ ভাগাভাগির বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে এবং এই বৈঠকসমূহ আওয়ামী লীগের জনৈক নেতার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সূত্র উল্লেখ করেন।

সূত্র মতে, ভিপি ও জিএসসহ প্রধান ৬টি পদ ছাত্র লীগ (সু-র) ও ছাত্র লীগ (মু-না) এবং অপর প্রধান ৪টি পদ ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই গোপন সিদ্ধান্ত সংগ্রাম পরিষদে প্রচার করা হচ্ছে না এবং উল্লেখিত সংগঠনগুলো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একক প্যানেল প্রদানের ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। ফলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৫ দল সমর্থিত ৪টি ছাত্র সংগঠনসহ ১০টি সংগঠন একক প্যানেল প্রদানের চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একক প্যানেল প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছিল। সেই নীতিমালা অনুযায়ী যে দু'টি সংগঠন ভিপি, জিএস পদ পাবে তারা অন্য কোন পদ নিতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় ও সারাদেশে একটি সংগঠনের অবস্থানের ভিত্তিতে সকল সংগঠনের মধ্যে বাকি পদগুলো বণ্টন করা হবে। কিন্তু বিগত সপ্তাহব্যাপী আলোচনায় ছাত্র লীগ (সু-র) ও ছাত্র লীগ (মু-না) তাদের নেতৃত্বের লোভ বর্জন বা কোনরকম নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন না করায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একক প্যানেল প্রদান প্রায় তিরোহিত হতে যাচ্ছে।

এদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ডাকসু নির্বাচনে তাদের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শহীদুল্লাহ হল, এফ রহমান হল, এসএম হল, মুহসীন হল ও জহুরুল হক হলসহ ৬টি হলের প্যানেল ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ঘোষণা করতে সমর্থ হয়েছে। আজ-কালের মধ্যে বাকি হলগুলোর প্যানেল ঘোষণা করা হবে। ফলে তাদের প্রতি সাধারণ ছাত্রদের ইতিবাচক ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সূত্র মতে, রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলেও তাদের প্যানেল শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

ডাকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল থেকে ছাত্র নেতা জনাব শামসুজ্জামান দুদু ভিপি পদে এবং ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান রিপন জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

পাঁচদল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের প্যানেল দেয়ার ব্যাপারে বিকল্প চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। একটি সূত্র জানায়, প্রথম থেকেই ছাত্র লীগ (মু-না) ও ছাতর লীগ (সু-র) এর গোপন আঁতাত লক্ষ্য করা গেছে। বিকল্প প্যানেল হলে ছাত্র লীগ (মু-না)-এর একটি অংশ এবং জাতীয় ছাত্র লীগও এই বিকল্প প্যানেলে চলে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিকল্প প্যানেলে ছাত্র নেতা ও ডাকসুর প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আখতারুজ্জামানকে ভিপি পদে মনোনয়ন দেয়া হবে এবং জিএসসহ অন্যান্য পদগুলোও সংগ্রাম পরিষদের নির্বাচনী নীতিমালার ভিত্তিতে অন্যান্য সংগঠনের মধ্য থেকে মনোনয়ন প্রদান করা হবে বলে সূত্র জানায়।

এদিকে বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন নামে একটি বাম প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু তারা কোন পদে মনোনয়ন দেবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওসেতুঙ চিন্তাধারার বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের জন্য এবং ছাত্রদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষে তারা আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির (শফিক-সালেহ) ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এই সমাজ ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করে প্রকৃত প্রতিনিধি সৃষ্টি করা সম্ভব নয় বলে তারা নির্বাচন বর্জন করছেন। ছাত্র-শিবির (শামসু-মুকুল) নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেও তাদের প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় ছাত্র দল ও ছাত্র বিপ্লবী মঞ্চ ডাকসু নির্বাচনে যৌথ প্যানেল দেবে এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (আবু) ও ছাত্র ফেডারেশনের সাথে যৌথ প্যানেল প্রদানের আলোচনাও চলছে বলে একটি সূত্র জানায়। এদিকে ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র নেতৃবৃন্দের ভর্তির ব্যাপারে কোন কোন সংগঠনকে বেশী সুযোগ দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ছোট ছাত্র সংগঠনগুলো ভর্তির ব্যাপারে আশানুরূপ সুযোগ না পাওয়ায় তাদের প্যানেল প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।